**[২০২০] ৩ এস. সি. আর. ৪৯৮**

**ঊর্মিলা দেভি ও অন্যরা**

**বনাম**

**ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড. এবং অন্য**

**(২০২০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৮৩৮)**

**৩০শে জানুয়ারি, ২০২০**

**[এস. এ. বব্দে, প্রধান বিচারপতি, বি. আর. গাভি এবং সুরিয়া কান্ত, বিচারপতগণ]**

*মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট, ১৯৮৮ – ধারা ১৭৩ – আপিল – ক্রস আপত্তি – গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে – দাবিকারী-আপিলকারী নং ১-এর স্বামী (যিনি আপিলকারী নং ২-৪-এর পিতা এবং আপিলকারী নং ৫-এর পুত্র) দুর্ঘটনায় পতিত হন – এম এ সি টি বীমা কোম্পানিকে দাবিকারীদের কাছে টাকা, ২,৪৭,৫০০/- প্রদান করতে নির্দেশ দেয় – বীমা কোম্পানি কর্তৃক উচ্চ আদালতে দায়ের করা আপিল অনুপস্থিতিতে খারিজ হয় – আপিলকারীদের দাখিলকৃত ক্রস আপত্তি গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় খারিজ হয় – আদালত বলেছে: ১৯৯২ সালের মোটর ভেহিকল নিয়মাবলীর বিধি ২৪৯ অনুসারে, উচ্চ আদালত সঠিকভাবে বলেছেন যে দাবিকারীরা পাল্টা- আপত্তি দায়ের করার অধিকারী – তবে, এই অধিকার শুধুমাত্র সেই পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ থাকে যখন বীমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ চ্যালেঞ্জ করে এবং কেবল ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব নয়, যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে হয়েছে – ধারা ১৭৩ বলে যে, যে কোনো ব্যক্তি যদি ক্লেম ট্রাইব্যুনালের দ্বারা প্রদত্ত পুরস্কারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে উপধারা (২) এর অধীনে, সে উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারে – বিধি ২৪৯(৩) থেকে প্রমাণিত হয় যে, উপবিধি (১) এবং (২) বাদে, দেওয়ানী কার্যবিধির অধ্যায় ৪১ এবং অধ্যায় ২১-এর বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা আপিলের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে প্রযোজ্য হবে – ধারা ১৭৩, বিধি ২৪৯ এবং অধ্যায় ৪১, বিধি ২২-এর একত্রিত পাঠে প্রমাণিত হয় যে, কোনো পক্ষের আপিল করার অধিকার সম্পর্কিত কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই – যে কোনো পক্ষ যদি পুরস্কারের কোনো অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সে আপিল করার অধিকারী – সুতরাং, যে কোনো প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দাখিলকারী, যদিও সে পুরস্কারের কোনো অংশ থেকে আপিল করেনি, সে তার পক্ষে সাপোর্ট করার পাশাপাশি, যে কোনো পাল্টা- আপত্তি দাখিল করতে পারে যা সে আপিল হিসেবে দাখিল করতে পারত – আরও, দেওয়ানী কার্যবিধির অধ্যায় ৪১, বিধি ২২(৪) বিশেষভাবে বলেছে যে, যদি মূল আপিল প্রত্যাহার করা হয় বা অনুপস্থিতিতে খারিজ হয়, তবুও পাল্টা- আপত্তি শোনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে – অতএব, এমনকি যদি বীমা কোম্পানির আপিল অনুপস্থিতিতে খারিজ হয় এবং তারা আপিল পুনরুদ্ধারের বিষয়ে আগ্রহী না হয়, তবুও উচ্চ আদালতকে আপিলকারীদের পাল্টা- আপত্তি সুনির্দিষ্টভাবে মেটাতে হবে – প্রভাবিত আদেশ বাতিল করা হল – বিষয়টি উচ্চ আদালতে ফেরত পাঠানো হল পাল্টা- আপত্তি মেটানোর জন্য – দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ – অধ্যায় ৪১, বিধি ২২; অধ্যায় ২১ – বিহার মোটর ভেহিকল নিয়মাবলী, ১৯৯২ – বিধি ২৪৯ – সালিশি আইন, ১৯৪০ – ধারা ৩৯।*

আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

বলেঃ ১.১. ১৯৯২ সালের বিহার মোটর ভেহিকল নিয়মাবলী, বিধি ২৪৯-এর আলোকে, উচ্চ আদালত সঠিকভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, দাবিকারীরা পাল্টা- আপত্তি দায়ের করার অধিকারী। তবে, এটি দাবিকারীদের পাল্টা- আপত্তি দায়ের করার অধিকারকে সীমাবদ্ধ করেছে শুধুমাত্র সেই অবস্থায়, যখন বীমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ চ্যালেঞ্জ করে। আদালত বলেছে, যে সময় বীমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ চ্যালেঞ্জ করেনি, বরং ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব চ্যালেঞ্জ করেছে, কারণ ড্রাইভার এবং/অথবা যানবাহন মালিকের শর্তাবলী ভঙ্গের কারণে, তখন দাবিকারীদের পক্ষ থেকে পাল্টা- আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। মোটর ভেহিকলস অ্যাক্টের ধারা ১৭৩ অনুযায়ী, যে কোনো ব্যক্তি যদি ক্লেম ট্রাইব্যুনালের পুরস্কারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে উপধারা (২) এর বিধান মেনে, সে উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারে। ধারা ১৭৩-এর উপধারা (২)-এ যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে তা হলো, যদি আপিলের বিষয়বস্তু কমপক্ষে দশ হাজার রুপি না হয় তবে ক্লেম ট্রাইব্যুনালের পুরস্কারের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে না। উচ্চ আদালতের একক বিচারক নিজেই পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, বিধি ২৪৯-এর প্রেক্ষিতে, পাল্টা- আপত্তির গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। বিহার মোটর ভেহিকল নিয়মাবলী, ১৯৯২-এর বিধি ২৪৯-এর উপবিধি (৩) প্রমাণ করে যে, উপবিধি (১) এবং (২) অনুসারে যা নির্ধারিত নয়, দেওয়ানী কার্যবিধির অধ্যায় ৪১ এবং অধ্যায় ২১-এর বিধানসমূহ আপিলের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে প্রযোজ্য হবে। মোটর ভেহিকলস অ্যাক্টের ধারা ১৭৩, বিহার মোটর ভেহিকল নিয়মাবলী, ১৯৯২-এর বিধি ২৪৯ এবং দেওয়ানী কার্যবিধির অধ্যায় ৪১, বিধি ২২-এর একত্রিত পাঠ থেকে স্পষ্ট যে, কোনো পক্ষের আপিল করার অধিকার সম্পর্কিত কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এটি স্পষ্ট যে, যে কোনো পক্ষ যদি পুরস্কারের কোনো অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সে আপিল করতে পারে। এছাড়াও স্পষ্ট যে, কোনো প্রতিকূল পক্ষ, যদিও সে পুরস্কারের কোনো অংশ থেকে আপিল করেনি, তবে সে তার পক্ষে সাপোর্ট করার পাশাপাশি, কোনো পাল্টা- আপত্তি দাখিল করতে পারে যা সে আপিল হিসেবে দাখিল করতে পারত

'ফরমানটির যে কোনও পাল্টা- আপত্তি নেওয়ার অধিকারী যা তিনি আপিলের মাধ্যমে নিতে পারতেন। [অনুচ্ছেদ ১৫,২২-২৪] [৫০৫-ডি ই; ৫১১-ই-জি]

১.২. যখন কোনও আপিলে আপিলকারী কোনও ভিত্তি উত্থাপন করতে পারতেন যার বিরুদ্ধে তিনি ক্ষুব্ধ, তখন আদালত বুঝতে ব্যর্থ হয় যে কীভাবে কোনও উত্তরদাতাকে পাল্টা-আপত্তি দায়ের করতে অস্বীকার করা যেতে পারে। অন্য পক্ষের দায়ের করা আবেদনে তিনি যে অংশটি নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন সেই অংশটিকে চ্যালেঞ্জ করে। হাইকোর্টের দ্বারা চাওয়া উক্ত পার্থক্যটি এম. ভি আইনের ধারা ১৭৩, বিহার মোটর ভেহিকেল নিয়মস, ১৯৯২-এর বিধি ২৪৯ এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ XLI বিধি ২২-এর বিধানগুলির সংযুক্ত পাঠের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। হাইকোর্টের কাছে উত্তরদাতাদের (বীমা সংস্থা) দ্বারা দায়ের করা আপিলের প্রার্থনা ধারা থেকে দেখা যায় যে পুরো রায়টি উত্তরদাতাদের-বীমা সংস্থা দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আবেদনকারীদের (দাবিদারদের) উক্ত আপিলের পক্ষপাতী হিসাবেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট এখানে (দাবিদারদের) যোগ্যতার ভিত্তিতে আপিলকারীদের প্রতি-আপত্তি বিবেচনা করতে অস্বীকার করে ভুল করেছে। দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ XLI-এর নিয়ম ২২-এর উপ-নিয়ম (৪) বিশেষভাবে বিধান করে যে, এমনকি যদি মূল আবেদনটি প্রত্যাহার করা হয় বা ডিফল্টের জন্য খারিজ করা হয়, তবে পাল্টা- আপত্তিটি অন্য পক্ষগুলিকে এই ধরনের নোটিশের পরে শুনানি এবং নির্ধারণ করা হবে যা আদালত উপযুক্ত মনে করে। অতএব, এমনকি যদি বীমা কোম্পানির আপিল ডিফল্ট হিসাবে খারিজ হয়ে যায় এবং বীমা সংস্থাটি জমা দেয় যে তারা আপিলটি পুনরুজ্জীবিত করতে আগ্রহী নয়, তবুও উচ্চ আদালতকে এখানে আবেদনকারীদের পাল্টা- আপত্তির সিদ্ধান্ত নিতে হবে গুণাগুণের ভিত্তিতে এবং আইন অনুসারে। [আনুচ্ছেদ ২৫-২৭] [৫১২-সি-জি]

১.৩. বিতর্কিত রায় এবং আদেশ বাতিল করা হয় এবং বাতিল করা হয়। বর্তমান আপিলকারীদের দ্বারা দায়ের করা পাল্টা- আপত্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিষয়টি উচ্চ আদালতে ফেরত পাঠানো হয়। [অনুচ্ছেদ ২৮] [৫১২-এইচ; ৫১৩-এ]

দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও অন্যান্য বনাম ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি লিমিটেড (২০০৪) ৩ এস. সি. সি ২৫০: [২০০৩] ১ এস. সি. আর ৯৫১; ভাদুরমাল বনাম বিজাতুন্নিসা বেগম এ. আই. আর ১৯৬৪ এ. পি ৩৬৫; ইনায়তুল্লা খান বনাম

দিওয়ানচাঁদ মহাজন এ. আই. আর ১৯৫৯ এমপি ৫৮; রামসরয় সিং ও অন্যান্য বনাম বিভিসন সিনহা এ. আই. আর ১৯৫০ ক্যাল ৩৭২; বারু রাম বনাম প্রসান্নি এ. আই. আর ১৯৫৯ এস. সি ৯৩: [১৯৫৯] এস. সি. আর ১৪০৩; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও অন্যান্য বনাম বি. সুব্বা রেড্ডি (১৯৯৯) ৪ এস. সি. সি ৪২৩: (১৯৯৯) ২ এস. সি. আর ৮৮০-উল্লিখিত।

মামলা আইন প্রসঙ্গ

| | | |
|---|---|---|
| [২০০৩] ১ এস. সি. আর ৯৫১ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ১৬ |
| এ. আই. আর ১৯৬৪ এ. পি ৩৬৫ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ১৯ |
| এ. আই. আর ১৯৫৯ এম. পি ৫৮ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ১৯ |
| এ. আই. আর ১৯৫০ ক্যাল ৩৭২ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ১৯ |
| [১৯৫৯] এস. সি. আর ১৪০৩ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ২০ |
| [১৯৯৯] ২ এস. সি. আর ৮৮০ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ২০ |

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০২০ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৮৩৮।

২০১১ সালের বিবিধ আপিল নং ৫২১-এ পাটনার হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ২১.০১.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

শিবম সিং, রোহিত কুমার সিং, হরপ্রিত সিং গুপ্ত, গুরু-. শরণ মৌর্য, অনিমেষ কুমার, সুমিত কুমার, রানা প্রশান্ত, নীরজ শেখর, আইনজীবীগণ।

অশোক কুমার শর্মা, প্রবীণ আইনজীবী, পরমানন্দ গৌর, ক্ষিতি মুদগল, একংশ বনসল, অখিল শর্মা, অ্যাড. উত্তরদাতাদের পক্ষে, আইনজীবীগণ।

রায়

আদালতের নিম্নলিখিত রায় প্রদান করা হয়েছিলঃ

১. অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২. পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ পরামর্শগুলি শুনুন।

৩. বর্তমান আপিলটি ২০১১ সালের বিবিধ আপিল নং, ৫২১-এ পাটনা হাইকোর্টের বিদ্বান একক বিচারকের দ্বারা গৃহীত ২১.০১.২০১৬ তারিখের রায় এবং আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, যার ফলে দাবিদারকে সমর্থনযোগ্য নয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

৪. বর্তমান আপিলের সিদ্ধান্তের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ

৫. ২.৫.২০০৮ তারিখে সঞ্জয় তান্তি, আবেদনকারী নং ১-এর স্বামী; আবেদনকারী নং ২ থেকে ৪-এর পিতা এবং আবেদনকারী নং ৫-এর পুত্র, একটি দুর্ঘটনায় পতিত হন যখন তিনি লদমা থেকে গোরাড়িহে একটি টাটা ম্যাক্সি দিয়ে যাত্রা করছিলেন। আবেদনকারীরা মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট, ১৯৮৮ এর ধারা ১৬৬ অনুসারে একটি দাবি আবেদন দাখিল করেন (এখানে "মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। যানবাহনের মালিককে প্রতিপক্ষ নং ১ হিসেবে যুক্ত করা হয়; যানবাহনের চালককে প্রতিপক্ষ নং ২ হিসেবে যুক্ত করা হয়, এবং ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (এখানে "বীমা কোম্পানি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কে প্রতিপক্ষ নং ৩ ও ৪ হিসেবে যুক্ত করা হয়।

৬. বীমা কোম্পানির দাবি ছিল যে, যানবাহনের চালক এবং মালিক বীমা নীতির শর্তাবলি ভঙ্গ করেছেন এবং সেই কারণে তারা ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী নয়।

৭. মোটর ভেহিকল অ্যাক্সিডেন্টাল ক্লেম ট্রাইব্যুনাল (এখানে "ট্রাইব্যুনাল" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ২৯.১.২০১১ তারিখে রায় এবং আদেশে, বীমা কোম্পানির দাবিকে অগ্রাহ্য করে যে চালক এবং মালিক বীমা নীতির শর্তাবলি ভঙ্গ করেছেন, এবং দাবি আবেদনটি মঞ্জুর করে বীমা কোম্পানিকে ২,৪৭,৫০০/- রুপি ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেয়।

৮. ট্রাইব্যুনালের রায় এবং পুরস্কারে ক্ষুব্ধ হয়ে, বীমা কোম্পানি ২০১১ সালের মিসেলানিয়াস অ্যাপিল নং ৫২১ পাটনা হাইকোর্টে দায়ের করে, সেখানে দাবী করা হয় যে, ট্রাইব্যুনাল ভুলভাবে তাদের উপর দায়িত্ব আরোপ করেছে। উক্ত আপিলে, আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে একটি পাল্টা-আপত্তি দাখিল করা হয়। যখন আপিল শুনানির জন্য ওঠে, তখন এটি লক্ষ্য করা হয় যে, আপিলটি অফিসের আপত্তির অভাবে বাতিল হয়ে গেছে এবং আবেদনকারীদের (বীমা কোম্পানি) আইনজীবী বলেন যে, তারা আপিল পুনরুদ্ধারে আগ্রহী নয়। ফলে, আপিলটি হাইকোর্ট দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়। যতটুকু পাল্টা- আপত্তি আবেদনকারীদের (দাবিকারীদের) সম্পর্কিত, হাইকোর্ট ২১.০১.২০১৬ তারিখে বিরোধিত রায় ও আদেশে বলেছে যে, যখন বীমা কোম্পানি দায়িত্ব অস্বীকারের জন্য আপিল দায়ের করেছে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ চ্যালেঞ্জ না করে, তখন দাবিকারীদের পক্ষ থেকে পাল্টা- আপত্তি প্রয়োগযোগ্য নয়। তবে, হাইকোর্ট জানিয়েছে যে, যদি বীমা কোম্পানি আপিলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ চ্যালেঞ্জ করে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে দাবিকারীদের আপত্তি দায়ের করার অধিকার থাকবে দেওয়ানী কার্যবিধির অধ্যায় ৪১, বিধি ২২ অনুযায়ী, এবং ফলস্বরূপ, পাল্টা- আপত্তি গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় তা বাতিল করে।

**ঊর্মিলা দেভি ও অন্যরা বনাম ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড. এবং অন্য ৫০৩**

৯. পাটনা হাইকোর্ট বিহার মোটর ভেহিকেলস নিয়মস, ১৯৯২-এর নিয়ম ২৪৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে বলেছে যে, যদি বীমা সংস্থা দাবিদারকে প্রদত্ত পি ক্ষতিপূরণের পরিমাণকে চ্যালেঞ্জ করে থাকে, তাহলে বীমা সংস্থার দায়ের করা আপিলের ক্ষেত্রে দাবিদারদের জন্য কোনও বাধা নেই। তবে, এটি বলেছিল যে, যদি বীমা সংস্থার দায়ের করা আপিলটি কেবল গাড়ির মালিক এবং/অথবা গাড়ির চালকের দ্বারা বীমা পলিসির শর্তাবলী লঙ্ঘনের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়বদ্ধতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে দাবিদার কর্তৃক দায়ের করা পাল্টা- আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। এটি বলা হয়েছে যে, এই জাতীয় ক্ষেত্রে দাবিদারদের এম. ভি আইনের ১৭৩ ধারার অধীনে প্রদত্ত আপিল দায়ের করার অধিকার থাকবে।

১০. ক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারীরা বিশেষ ছুটির মাধ্যমে বর্তমান আপিলের মাধ্যমে আমাদের সামনে রয়েছেন।

১১. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি বলেন যে, উচ্চ আদালত দাবিকারীদের দ্বারা দায়ের করা পাল্টা- আপত্তি রক্ষণযোগ্য নয় বলে মনে করে সম্পূর্ণ ভুল করেছে কারণ আবেদনকারী-বীমা সংস্থা ক্ষতিপূরণের পরিমাণকে চ্যালেঞ্জ করেনি।

১২. এর বিপরীতে, বীমা কোম্পানির পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি বলেন যে, হাইকোর্ট এখানে ১ জন আপিলকারীর পাল্টা- আপত্তি যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে যেহেতু বীমা সংস্থা আপিলটি চাপ দেয়নি, তাই হাইকোর্ট দ্বারা পাল্টা- আপত্তি যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

১৩. বর্তমান আপিলের জন্য প্রাসঙ্গিক এম. ভি. আইনের ১৭৩ ধারা এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ XLI নিয়ম ২২-এর বিধানগুলি এইভাবে পড়েঃ

**এম. ভি. আইনের ১৭৩ ধারা।**

**১৭৩. আপিল-** (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোনও দাবি ট্রাইব্যুনালের রায় দ্বারা ক্ষুব্ধ যে কোনও ব্যক্তি, রায়ের তারিখ থেকে নব্বই দিনের মধ্যে, উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ব্যক্তিকে এই ধরনের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে, তাঁর কোনও আবেদন হাইকোর্ট গ্রহণ করবে না, যদি না তিনি উচ্চ আদালত কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে পঁচিশ হাজার টাকা বা এইভাবে প্রদত্ত অর্থের পঞ্চাশ শতাংশ, যা কম হয়, জমা করেনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উচ্চ আদালত নব্বই দিনের উক্ত সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আপিলটি গ্রহণ করতে পারে, যদি এটি সন্তুষ্ট হয় যে আবেদনকারীকে সময়মতো আপিল করতে যথেষ্ট কারণে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

(২) আপিলের ক্ষেত্রে বিতর্কিত অর্থের পরিমাণ দশ হাজার টাকার কম হলে কোনও দাবি ট্রাইব্যুনালের কোনও রায়ের বিরুদ্ধে কোনও আপিল করা হবে না।

দেওয়ানী কার্যবিধি "২২-এর আদেশ XLI নিয়ম ২২।

**"২২. শুনানির সময় প্রতিপক্ষ ফরমানের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে পারবে যেমন সে একটি পৃথক আপিল দায়ের করেছে**- (১) যে কোনও উত্তরদাতা, যদিও তিনি ফরমানটির কোনও অংশ থেকে আপিল করেননি, তিনি কেবল ফরমানটিকে সমর্থন করতে পারবেন না, তবে এও বলতে পারেন যে কোনও বিষয়ে নীচের আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে যে রায় দেওয়া উচিত ছিল তা তাঁর পক্ষে হওয়া উচিত ছিল; এবং যে ফরমানটি তিনি আপিলের মাধ্যমে নিতে পারতেন তার বিরুদ্ধে যে কোনও আপত্তিও নিতে পারেন, তবে শর্ত থাকে যে তিনি তাঁর বা তাঁর আপিল শুনানির জন্য নির্ধারিত দিনের নোটিশের আবেদনকারীর উপর চাকরির তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে আপিল আদালতে এই ধরনের আপত্তি দায়ের করেছেন, বা আপিল আদালত অনুমতি দেওয়ার মতো আরও সময়ের মধ্যে।

ব্যাখ্যা-যে রায়ের ভিত্তিতে ফরমানটির বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে সেই রায়ে আদালতের কোনও সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ কোনও উত্তরদাতা, এই নিয়মের অধীনে, ফরমান সম্পর্কে যতদূর পর্যন্ত তা সেই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে, পাল্টা আপত্তি দায়ের করতে পারেন, তা সত্ত্বেও যে মামলার সিদ্ধান্তের জন্য যথেষ্ট অন্য কোনও সিদ্ধান্তের উপর আদালতের সিদ্ধান্তের কারণে, ফরমান, ১s, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, সেই উত্তরদাতার পক্ষে।

(২) **আপত্তির ফর্ম এবং তাতে প্রযোজ্য বিধানাবলী**- এই ধরনের প্রতি-আপত্তি একটি স্মারকলিপির আকারে হবে এবং নিয়ম।-এর বিধানাবলী, যতদূর পর্যন্ত আপীল স্মারকলিপির ফর্ম এবং বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত, ততদূর পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে।

(৩)***

(৪) যে ক্ষেত্রে কোনও উত্তরদাতা এই নিয়মের অধীনে আপত্তি স্মারকলিপি দাখিল করেছেন, সেখানে মূল আপিল প্রত্যাহার করা হয় বা ডিফল্টের জন্য খারিজ করা হয়, তবে এইভাবে দায়ের করা আপত্তিটি শুনানি করা যেতে পারে এবং আদালত যেমন উপযুক্ত মনে করে অন্যান্য পক্ষকে নোটিশ দেওয়ার পরে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

**ঊর্মিলা দেভি ও অন্যরা বনাম ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড. এবং অন্য ৫০৫**

(৫) দরিদ্র ব্যক্তিদের আপিল সম্পর্কিত বিধানগুলি, যতদূর সম্ভব, এই নিয়মের অধীনে কোনও আপত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৪. বিহার মোটর ভেহিকেল নিয়মস, ১৯৯২-এর ২৪৯ নম্বর নিয়মে বলা হয়েছেঃ

**"২৪৯, আপিলের পদ্ধতি-** (১) দাবি ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে প্রতিটি আপিল আবেদনকারীর দ্বারা যথাযথভাবে অনুমোদিত আপিলকারী বা হাইকোর্টের কোনও আইনজীবী বা অ্যাটর্নি দ্বারা স্বাক্ষরিত স্মারকলিপির আকারে পেশ করা হবে এবং হাইকোর্ট বা এই বিষয়ে এটি যে অফিসারকে নিয়োগ করে তার কাছে উপস্থাপন করা হবে। স্মারকলিপির সাথে পুরষ্কারের একটি অনুলিপি থাকবে।

(২) স্মারকলিপিটি সংক্ষেপে এবং জেলা প্রধানদের অধীনে যে রায়ের বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি বা বর্ণনা ছাড়াই আপিল করা হয় তার আপত্তির ভিত্তি নির্ধারণ করবে এবং এই ধরনের ভিত্তিগুলি ধারাবাহিকভাবে গণনা করা হবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এবং (২)-এ প্রদত্ত বিধানগুলি বাদ দিয়ে, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫)-এর প্রথম তফসিলের আদেশ XLI এবং আদেশ XXI-এর বিধানগুলি ধারা ১৭৩-এর অধীনে উচ্চ আদালতে দায়ের করা আপিলের ক্ষেত্রে পরিবর্তিতভাবে প্রযোজ্য হবে।

১৫. উপরোক্ত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্ট যথাযথভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে দাবিদাররা পাল্টা- আপত্তি দায়ের করার অধিকারী হবেন। তবে, পাটনা হাইকোর্টের পূর্ববর্তী রায়গুলির উপর নির্ভর করে ক্ষতিপূরণের পরিমাণকে চ্যালেঞ্জ করে বীমা সংস্থা কর্তৃক আপিল দায়ের করা হলে এটি কেবলমাত্র দাবিদারদের পাল্টা- আপত্তি দায়ের করার অধিকারকে সীমাবদ্ধ করেছে। এটি বলা হয়েছে যে, যখন বীমা সংস্থা ক্ষতিপূরণের পরিমাণকে চ্যালেঞ্জ করেনি, তবে কেবল এই ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়বদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জ করেছে যে চালক এবং/অথবা গাড়ির মালিকের দ্বারা শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে, তখন দাবিকারীদের ক্ষেত্রে পাল্টা- আপত্তি টেকসই হবে না।

১৬. 'মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অফ দিল্লি অ্যান্ড ওরস বনাম ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি লিমিটেড'-এর মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সামনে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, আরবিট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৪০-এর ৩৯ ধারার অধীনে আপিলে কোনও উত্তরদাতার পাল্টা- আপত্তি দায়ের করার অধিকার আছে কিনা এবং যদি তাই হয়, তবে পাল্টা- আপত্তি অবশ্যই শুনানি করতে হবে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিনা, যদিও যে রেফারেন্স দ্বারা আপিলটি পাল্টা- আপত্তি দায়ের করা হয়েছে তা রক্ষণযোগ্য নয় বলে খারিজ করা হয়েছে।

১, (২০০৪) ৩ এসসিসি ২৫০

১৭. এই আদালত উক্ত রায়ে এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

১৪. আপিলের অধিকার সংবিধির সৃষ্টি। আপিলের কোনও সহজাত অধিকার নেই। কোনও আপিল দায়ের, শুনানি বা যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যায় না যদি না সংবিধিতে আপিলকারীকে অধিকার এবং আদালতকে তা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। আইনের ৩৯ ধারা আপিল দায়ের করার অধিকার প্রদান করে, যতদূর পর্যন্ত এই আইনের অধীনে প্রদত্ত আদেশগুলি সম্পর্কিত, কেবলমাত্র ধারা ৩৯-এর উপ-ধারা (১)-এর ১ এন ধারা (I) থেকে (VI) দেওয়া বর্ণনার এক বা অন্যটির মধ্যে পড়ে। সংসদ এই আইনের অধীনে গৃহীত কোনও আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা অন্য কোনও আপিলকে বিশেষভাবে বাদ দেওয়ার জন্য যত্ন নিয়েছে, তবে উপ-ধারা (১)-এর পাঠে "এবং অন্য কোনওটি থেকে" অভিব্যক্তিটি সন্নিবেশ করে (I) থেকে (VI) পর্যন্ত ধারা দ্বারা আচ্ছাদিত নয়। ধারা ৪১-এর ধারা (এ) দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এ অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিধানের প্রয়োগযোগ্যতা (I) আইনের অধীনে আদালতের সমস্ত কার্যধারা এবং (I) আইনের অধীনে সমস্ত আপিলের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে। তবে, দেওয়ানি কার্যবিধির এই ধরনের বিধানগুলির প্রয়োগযোগ্যতা বাদ দেওয়া হবে যা আইন এবং/অথবা এর অধীনে তৈরি বিধিগুলির বিধানগুলির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। এই বিধানগুলির একটি খালি পড়া দেখায় যে ধারা ৩৯-এর অধীনে দায়ের করা সমস্ত আপিলের ক্ষেত্রে, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে। এর মধ্যে আইনের ধারা ৩৯-এর অধীনে আপিলের ক্ষেত্রে বিধি ২২-এর অধীনে যে কোনও আপত্তি নেওয়ার অধিকার সহ আদেশ ৪১-এর প্রয়োগযোগ্যতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১৫. আপিল করার অধিকারের অংশ হিসেবে ভিন্নমত পোষণ করার অধিকার। যখন বিতর্কিত ফরমান বা আদেশ আংশিকভাবে এক পক্ষের পক্ষে এবং আংশিকভাবে অন্য পক্ষের পক্ষে থাকে, তখন একটি পক্ষ তার আংশিক সাফল্যে সন্তুষ্ট থাকতে পারে যাতে মামলাটিকে শান্ত করা যায়। তবে, তিনি তার আপিলের অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন যদি তিনি দেখেন যে অন্য পক্ষ হ্যাচেটটি কবর দিতে আগ্রহী ছিল না এবং আপিল ফোরামের সামনে তা অনুসরণ করে লিসকে বাঁচিয়ে রাখার প্রস্তাব দেয়। এই পরিস্থিতিতে তিনিও ভিন্নমত পোষণ করে আপিল করার অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। সুতরাং অভিযুক্ত ফরমান বা আদেশের প্রতি যে কোনও আপত্তি উত্থাপন করা আপিলের অধিকারের অনুশীলন, যদিও এই অধিকারটি বিপরীত আপত্তি গ্রহণের আকারে প্রয়োগ করা হয়। মূল অধিকার হল আপিলের অধিকার; বিপরীত আপত্তি একটি কার্যপ্রণালীর বিষয়।

১৬. যদিও এখানে উপরে দেওয়া আইনের বিবৃতিটি কেবল প্রাসঙ্গিক বিধিবদ্ধ বিধানগুলি পড়ার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, তবুও কিছু

উপলব্ধ সিদ্ধান্তগুলিও লক্ষ্য করা যেতে পারে। ভাদুরমাল বনাম বিজাতুন্নিসা বেগম [এ. আই. আর. ১৯৬৪ এ. পি. ৩৬৫: (১৯৬৪) ১ একটি ডব্লিউ. আর. ২৯০] মামলায় বিচারপতি জগমোহন রেড্ডির সভাপতিত্বে একটি ডিভিশন বেঞ্চ হায়দরাবাদ জাগীরদার ঋণ নিষ্পত্তি আইন, ১৯৫২-এর ধারা ৪৭ থেকে ৪৯-এর অধীনে উত্থাপিত একটি আপিলের ক্ষেত্রে পাল্টা- আপত্তি বজায় রাখার যোগ্য বলে রায় দেয় কারণ দেওয়ানী প্রসিডিউর কোডের বিধানগুলি সাধারণত এর ধারা ৫১-এর ভিত্তিতে প্রযোজ্য ছিল। সেই আইনের অধীনে আপিলের জন্য আদেশ ৪১ বিধি ২২-এর প্রয়োগযোগ্যতা কেবল বাদ দেওয়া হয়নি কারণ আপিল এবং আদালতের ফি পরিচালনা করার বিধানগুলি বিশেষভাবে হায়দ্রাবাদ আইনে প্রণীত হয়েছিল। ইন্নায়াতুল্লাহ খান বনাম দিওয়ানচাঁদ মহাজন [এ. আই. আর ১৯৫৯ এম. পি ৫৮:১৯৫৮ এম. পি এল. জে ৭৮৬] প্রধান বিচারপতি এম. হিদায়াতুল্লাহ (তখন তাঁর লর্ডশিপ হিসাবে) জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ১১৬-এ ধারার অধীনে একটি নির্বাচনী আবেদনে ক্রস-আপীলের স্থায়িত্বকে বহাল রেখেছিলেন কারণ ১১৬-এ ধারার অধীনে আপিলের শুনানি করা আপিল আদালত হিসাবে হাইকোর্টকে একই ক্ষমতা, এখতিয়ার এবং কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে এবং একই পদ্ধতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যা দেওয়ানী প্রসিডিউর কোডের অধীনে একটি দেওয়ানি আপিলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করত বা অনুসরণ করত। রামসরায় সিং বনাম বিভীষণ সিনহা [এ. আই. আর ১৯৫০ ক্যাল ৩৭২]-এ হ্যারিস, সি. জে এবং বাচাওয়াত, বিচারপতি (তখন তাঁর প্রভুত্ব হিসাবে) রায় দিয়েছিলেন যে বেঙ্গল মানি-লেন্ডার্স অ্যাক্ট, ১৯৪০-এর ধারা ৩-৮ দ্বারা আপিলের অধিকার প্রদান, যেখানে বলা হয়েছিল যে আদেশটি একইভাবে আপিলযোগ্য, যেন এটি আদালতের একটি ফরমান, যার অর্থ হল আপিল শোনার এখতিয়ার একটি পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত দেওয়ানি আদালত, অর্থাৎ জেলা বিচারকের আদালতকে দেওয়া হয়েছিল এবং এই ধরনের আপিল নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। এ. এল. এ.-তে অলগপ্পা চেতারভ বনাম চোকলিঙ্গম চেট্টি [এ. আই. আর. ১৯১৯ ম্যাড ৭৮৪: আই. এল. আর. ৪১ ম্যাড ৯০৪ (এফ. বি)] মাদ্রাজ হাইকোর্টের একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ, যার সভাপতিত্ব করেছিলেন ওয়ালিস, প্রধান বিচারপতি, এই মর্মে রায় দেওয়া হয় যে, বিপরীত পক্ষের দ্বারা আপিল দায়ের করার ক্ষেত্রে পাল্টা পক্ষের পৃথক পৃথক পদক্ষেপের স্মারকলিপির মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার অধিকার কঠোরভাবে আনুষঙ্গিক ছিল এবং তাই প্রাদেশিক ইনসল্‌ভেন্সি অ্যাক্ট, ১৯০৭-এর ৪৬ ও ৪৭ ধারার অধীনে একটি আপিলের ক্ষেত্রে, দেওয়ানী প্রসিডিউর কোড ১-এ নির্ধারিত পদ্ধতি হিসাবে পাল্টা- আপত্তিগুলি রক্ষণযোগ্য ছিল এবং দেউলিয়া মামলায় ক্ষমতা প্রয়োগকারী আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল।

১৭. সুবিধা সহ, আমরা বারু রাম বনাম প্রসান্নি [এ. আই. আর ১৯৫৯ এস. সি ৯৩:১৯৫৯ এস. সি. আর ১৪০৩]-তে করা এই আদালতের পর্যবেক্ষণগুলিও উল্লেখ করতে পারি। ১৯৫১ সালের জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইনের ১১৬-এ ধারাটি সেই আইনের ৯৮ ধারা বা ৯৯ ধারার অধীনে হাইকোর্টের প্রতিটি আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার কথা বিবেচনা করে। ১১৬-সি ধারায় বলা হয়েছে যে, হাইকোর্টের মূল দেওয়ানি এখতিয়ার প্রয়োগ করে গৃহীত কোনও চূড়ান্ত আদেশের শুনানি ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতি অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক এই ধরনের প্রতিটি আপিলের শুনানি ও নির্ধারণ করা হবে। ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি এবং আদালতের নিয়মের সমস্ত বিধান, যতদূর সম্ভব, এই ধরনের আপিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। পি. বি. গজেন্দ্রগড়কর, বিচারপতি (তখন তাঁর প্রভুত্ব হিসাবে) আদালতের পক্ষে বক্তব্য রাখেনঃ (এ. আই. আর. পৃ. ৯৯, অনুচ্ছেদ ১১)

> "কোনও সন্দেহ নেই যে, একটি সাধারণ দেওয়ানি আবেদনে, উত্তরদাতা আপিলের অধীনে ফরমান সমর্থন করার অধিকারী হবেন ট্রায়াল কোর্ট তার পক্ষে যা খুঁজে পেয়েছে তা ছাড়া অন্য ভিত্তিতে। দেওয়ানি কার্যবিধি বিধির ৪১ নং বিধি ২২ যা উত্তরদাতাকে পাল্টা- আপত্তি দায়ের করার অনুমতি দেয়, নিম্নোক্ত আদালত দ্বারা তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে কোনও ভিত্তিতে ফরমান সমর্থন করার উত্তরদাতার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমান মামলায় উত্তরদাতার দ্বারা কোনও আপিল করা যেত না কারণ তিনি এই ঘোষণা পেতে সফল হয়েছিলেন যে আপিলকারীর নির্বাচন বাতিল ছিল এবং তাই হাইকোর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার জন্য তাঁর পক্ষে উন্মুক্ত হওয়া উচিত এই যুক্তি দিয়ে যে হাইকোর্টের দ্বারা রেকর্ড করা অন্য অনুসন্ধান যা বিষয়টির মূলে যাবে তা ভুল। প্রাথমিকভাবে এই যুক্তিতে কিছু শক্তি রয়েছে বলে মনে হয়; "

তবে, আদালত তার উপর কোনও চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ করেনি কারণ সেই আপিলের বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না বলে মনে করা হয়েছিল।

> ১৮. অতএব, আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই যে পাল্টা- আপত্তি নেওয়ার অধিকার হল একটি আইন দ্বারা প্রদত্ত আপিলের মৌলিক অধিকারের অনুশীলন। বিতর্কিত রায়, ফরমান বা আদেশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের উপলব্ধ ভিত্তি একই থাকে তা সে আপিল হোক বা পাল্টা- আপত্তি। পার্থক্যটি অধিকার প্রয়োগের ফর্ম এবং পদ্ধতিতে রয়েছে; সীমাবদ্ধতার টার্মিনাস অ্যাকো (প্রারম্ভিক বিন্দু) ও পৃথক।

১৯. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বনাম বি. সুব্বা রেড্ডি [(১৯৯৯) ৪ এস. সি. সি. ৪২৩] মামলায় এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে (এস. সি. সি. পৃষ্ঠা ৪৩৪, অনুচ্ছেদ ২৪-এর মাধ্যমে):

> "যদি আইনের ৩৯ ধারার অধীনে বিপরীত-আপত্তির কোনও অধিকার না থাকে, তবে ১t কে আইনের ৪১ ধারার মধ্যে পড়তে পারে না। বিপরীত-আপত্তির ফাইলিং প্রকৃতিতে পদ্ধতিগত নয়। আইনের ৪১ ধারায় কেবল বলা হয়েছে যে কোডের পদ্ধতিটি আইনের ৩৯ ধারার অধীনে আপিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অতএব, আমরা মতামত দিচ্ছি যে উত্তরদাতার দ্বারা বিপরীত-আপত্তি রক্ষণযোগ্য ছিল না".....

এই ধরনের পর্যবেক্ষণ সঠিক নয় এবং নির্দিষ্ট কিছু ভুল প্রেক্ষাপটে চলে। প্রথমত, ক্রস-অবজেক্ট আয়ন পদ্ধতিগত এবং এটি কেবল আপিলের অধিকার প্রয়োগের একটি পদ্ধতি যা আমরা ইতিমধ্যে বলেছি যে এটি মৌলিক। দ্বিতীয়ত, এটি কেবল দেওয়ানি কার্যবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি নয় যা আইনের ধারা ৪১ (ক) দ্বারা সালিসি আইনের অধীনে কার্যধারার জন্য প্রযোজ্য করা হয়েছে; দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর পুরো অংশটি আদালতের সামনে সমস্ত কার্যধারা এবং সালিসি আইন, ১৯৪০-এর অধীনে সমস্ত আপিলের জন্য প্রযোজ্য করা হয়েছে। বিধানটি তার প্রয়োগযোগ্যতার ক্ষেত্রে সাধারণ এবং বিস্তৃত যা হ্রাস করা যায় না; একমাত্র ব্যতিক্রম হল যেখানে সালিসি আইন এবং/অথবা এর অধীনে তৈরি বিধিগুলির বিধানগুলি দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এর বিধানগুলির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে, যে ক্ষেত্রে পরেরটির প্রয়োগযোগ্যতা বাদ দেওয়া হবে তবে কেবল অসঙ্গতির পরিমাণ পর্যন্ত। আমরা এটি যোগ করতে তাড়াতাড়ি করতে পারি যে বি. সুব্বা রেড্ডি মামলা। (১৯৯৯) ৪ এসসিসি ৪২৩-এ বর্ণিত আইনের সাথে আমাদের মতবিরোধের পরিমাণ সেই ক্ষেত্রে বরং ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে বলে মনে হয়। আসলে বি সুব্বা রেড্ডি মামলা [(১৯৯৯) ৪ এস. সি. সি ৪২৩]-তে আদালতের সামনে প্রশ্নটি ছিল যে উচ্চতর হারে সুদের পুরস্কারের ত্রাণ চেয়ে পাল্টা- আপত্তি বজায় রাখা যায় কিনা যদিও এই ধরনের আদেশ আইনের ৩৯ (১) ধারার আওতায় পড়ে না।

২০. একবার যখন আমরা ধরে নিই যে পাল্টা- আপত্তি গ্রহণের মাধ্যমে যা প্রয়োগ করা হচ্ছে তা নিজেই আপিলের অধিকার, তখন এটি অনুসরণ করে যে পাল্টা- আপত্তির বিষয় এবং তাতে চাওয়া ত্রাণ অবশ্যই ধারা ৩৯ (১) এর প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্য কথায়, একটি পাল্টা- আপত্তি পছন্দ করা যেতে পারে যদি আবেদনকারী আইনের ধারা ৩৯ (১)-এর বিধানাবলী এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপিল দায়ের করে একই ত্রাণ চাইতে পারতেন।

যদি পাল্টা- আপত্তির বিষয় হল এমন কোনও আদেশ আরোপ করা যা আইনের ধারা ৩৯-এর উপ-ধারা (১)-এর ধারা (I) থেকে (VI) দ্বারা বিবেচিত কোনও বিভাগের আওতায় পড়ে না, তবে ক্রস-আপজেকশন রক্ষণযোগ্য হবে না।

১৮. এইভাবে দেখা যায় যে, এই আদালত এই রায় দিয়েছে যে, আপিল করার অধিকারের অংশ হিসেবে ভিন্নমত পোষণ করার অধিকার রয়েছে। এটি বলা হয়েছে যে, যখন বিতর্কিত ফরমান বা আদেশ আংশিকভাবে এক পক্ষের পক্ষে এবং আংশিকভাবে অন্য পক্ষের পক্ষে থাকে, তখন একটি পক্ষ তার আংশিক সাফল্যে সন্তুষ্ট থাকতে পারে যাতে মামলাটিকে শান্ত করা যায়। তবে, এটি বলে যে, যদি সে খুঁজে পায় যে অন্য পক্ষ মামলাটির অবসান ঘটাতে আগ্রহী নয় এবং আপিল ফোরামের সামনে তা অনুসরণ করে জীবিত রাখার প্রস্তাব দেয়, তবে সে তার আপিলের অধিকার প্রয়োগ করতে চাইতে পারে। এটি ধার্য করা হয়েছে যে, এই ধরনের ক্ষেত্রে এবং পরিস্থিতিতে তিনিও পাল্টা আপত্তি তুলে আপিল করার অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। এরপরে বলা হয়েছে যে, বিতর্কিত ফরমান বা আদেশের কোনও পাল্টা আপত্তি গ্রহণ করা আপিলের অধিকারের প্রয়োগ, যদিও এই অধিকারগুলি পাল্টা আপত্তি গ্রহণের আকারে প্রয়োগ করা হয়। এটি ধার্য করা হয়েছে যে, মূল অধিকার হল আপিলের অধিকার এবং পাল্টা আপত্তির রূপটি একটি কার্যপ্রণালীর বিষয়।

১৯. উক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সময়, এই আদালত 'ভাদুরমাল বনাম বিসাতুন্নিসা বেগম' মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছিল, যেখানে হায়দরাবাদ জাগীরদার ঋণ নিষ্পত্তি আইন, ১৯৫২-এর ৪৭ থেকে ৪৯ ধারার অধীনে দায়ের করা একটি আপিলে পাল্টা- আপত্তি বজায় রাখার বিষয়ে একটি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছিল। এটি 'ইনায়াতুল্লাহ খান বনাম দিওয়ানচাঁদ মহাজন' মামলার রায়ের উপরও নির্ভর করেছিল, যেখানে জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ১১৬এ-এর অধীনে একটি নির্বাচনী আবেদনে ক্রস আপীলের সমর্থনযোগ্যতা বহাল রাখা হয়েছিল। এটি আরও নির্ভর করেছিল রামসরায় সিং বনাম ওরস বনামের ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের উপর। 'বিভীষণ সিনহা', বেঙ্গল মানি-লেন্ডার্স অ্যাক্ট, ১৯৪০-এর ৩৮ ধারার অধীনে বিবেচিত একটি আপিলে পাল্টা আপত্তি দায়ের করার উত্তরদাতার অধিকারকে সমর্থন করে।

২০, এটি বারু রাম বনাম প্রসন্নির[৫] মামলায় এই আদালতের কিছু পর্যবেক্ষণের উপর আরও নির্ভর করেছিল। এই আদালত মানতে রাজি হয়নি

২, এ. আই. আর ১৯৬৪এ. পি ৩৬৫

৩, এ. টি. আর ১৯৫৯ এমপি ৫৮

৪, এ. টি. আর ১৯৫০ ক্যাল ৩৭২

৫, এ. আই. আর ১৯৫৯ এস. সি ৯৩: ১৯৫৯ এস. সি. আর ১৪০৩

> তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও অন্যান্য বনাম বি সুব্বা রেড্ডি[৬] মামলায় এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি। তবে, এভাবে ধারণা করে, এই আদালত ঘোষণা করেছে যে, ১৯৪০ সালের আর্বিট্রেশন আইন এর ধারা ৩৯ অনুযায়ী আপিল করার অধিকার শুধুমাত্র তার উপ-ধারা (১)-এর (i) থেকে (vi) পর্যন্ত ধারা গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সুতরাং ক্রস-অবজেকশনও সেই অনুশাসনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। অন্যভাবে বললে, এটি ঘোষণা করা হয়েছিল যে ক্রস-অবজেকশন শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবে যদি তার বিষয়বস্তু ১৯৪০ সালের আর্বিট্রেশন আইনের ধারা ৩৯(১)-এর (i) থেকে (vi) পর্যন্ত কোন শ্রেণীতে পড়ে।

২১. এই আদালত আরও জানতে পেরেছে যে, সমগ্র আদেশ XLI নিয়ম ২২ দেওয়ানী কার্যবিধি তার উপনিয়ম (৪)-এর বিধানগুলি সহ একটি ক্রস-অবজেকশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এটি বলা হয়েছিল যে, যদি মূল আপিলগুলি ৩৯ ধারার উপ-ধারা (১)-এর কোনও ধারা (১) থেকে (v১)-এর অধীনে না আসা কোনও আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় তবে তা অযোগ্য বা রক্ষণযোগ্য নয় বলে প্রমাণিত হয়, তবে ক্রস আপত্তিটিও সেই ভিত্তিতে ব্যর্থ হবে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচার করা যাবে না। সুতরাং, এটি দেখা যেতে পারে যে আদালত কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি হল যে পাল্টা-আপত্তি কেবল তখনই টেকসই হবে যদি আপিল বৈধভাবে টেকসই হয়।

২২. এম. ভি. আইনের ১৭৩ ধারার পর্যালোচনায় জানা যাবে যে, উক্ত বিধানটি সালিসি আইন, ১৯৪০-এর ৩৯ ধারার অধীনে সীমাবদ্ধ আপিল দায়ের করার অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে না। এতে বলা হয়েছে যে, কোনও দাবি ট্রাইব্যুনালের রায় দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ যে কোনও ব্যক্তি, তার উপ-ধারা (২)-এর বিধান সাপেক্ষে, উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারেন। আপিলের ক্ষেত্রে বিতর্কিত পরিমাণ দশ হাজার টাকার কম হলে কোনও দাবি ট্রাইব্যুনালের কোনও রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের না করার ক্ষেত্রে ধারা ১৭৩-এর উপ-ধারা (২)-এর অধীনে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে এটি সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত বিধান সাপেক্ষে।

২৩. যেমনটি ইতিমধ্যে উপরে আলোচনা করা হয়েছে, হাইকোর্টের বিদ্বান একক বিচারক নিজেই পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, বিহার মোটর ভেহিকেল নিয়মস, ১৯৯২-এর ২৪৯ নম্বর বিধির পরিপ্রেক্ষিতে, পাল্টা- আপত্তি গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে কোনও সমস্যা থাকতে পারে না। বিহার মোটর ভেহিকেল নিয়মস, ১৯৯২-এর ২৪৯ নম্বর বিধির (৩) উপ-বিধিতে দেখা যাবে যে, উপ-বিধিমালা (১) এবং (২)-এ প্রদত্ত ব্যতীত, দেওয়ানী কার্যবিধির প্রথম তফসিলের আদেশ XLI এবং আদেশ XXI-এর বিধানগুলি এম. ভি. আইনের ১৭৩ নম্বর ধারার অধীনে হাইকোর্টে দায়ের করা আপিলের ক্ষেত্রে মুতাতিস মিউটান্ডিস প্রয়োগ করবে।

৬ (১৯৯৯) ৪ এস. সি. সি ৪২৩

২৪. এম. ভি. আইনের ধারা ১৭৩, বিহার মোটর ভেহিকেল নিয়মস, ১৯৯২-এর বিধি ২৪৯ এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ XLI বিধি ২২-এর বিধানগুলির একটি যৌথ পাঠ প্রকাশ করবে যে, কোনও পক্ষের আপিল করার অধিকারের উপর কোনও বিধিনিষেধ নেই। এটা স্পষ্ট যে, পুরস্কারের যে কোনও অংশ দ্বারা ক্ষুব্ধ যে কোনও পক্ষ আপিল করার অধিকারী হবে। এটিও স্পষ্ট যে, যে কোনও উত্তরদাতা, যদিও তিনি ফরমানটির কোনও অংশ থেকে আপিল করেননি, তবে তাঁর পক্ষে রায়কে সমর্থন করা ছাড়াও, যে ফরমান তিনি আপিলের মাধ্যমে নিতে পারতেন তার কোনও আপত্তি নেওয়ারও অধিকারী।

২৫. যখন কোনও আপিলে আবেদনকারী কোনও ত্রুটি উত্থাপন করতে পারতেন যার বিরুদ্ধে তিনি ক্ষুব্ধ, তখন আমরা বুঝতে পারি না যে, কীভাবে কোনও উত্তরদাতাকে অন্য পক্ষের দায়ের করা আবেদনে বিপরীত-আপত্তি দায়ের করতে অস্বীকার করা যেতে পারে, যে অংশটি নিয়ে তিনি অভিযুক্ত ছিলেন। আমরা দেখতে পাই যে, হাইকোর্টের দ্বারা চাওয়া উক্ত পার্থক্যটি এম. ভি আইনের ধারা ১৭৩-এর বিধানগুলির সংযুক্ত পাঠের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিহার মোটর ভেহিকেল নিয়মস, ১৯৯২-এর বিধি ২৪৯; এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ XLI নিয়ম ২২।

২৬. প্রকৃতপক্ষে, এখানে (বীমা সংস্থা) উচ্চ আদালতে উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা আপিলের প্রার্থনা ধারা থেকে দেখা যায় যে পুরো রায়টি উত্তরদাতাদের দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল-বীমা সংস্থা। শুধু তাই নয়, এখানে আবেদনকারীদেরও (দাবিদারদের) উক্ত আপিলের পক্ষ উত্তরদাতা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, উচ্চ আদালত এখানে (দাবিদারদের) যোগ্যতার ভিত্তিতে আপিলকারীদের পাল্টা- আপত্তি বিবেচনা করতে অস্বীকার করে ভুল করেছে।

২৭. এর আরও একটি দিক রয়েছে। দেওয়ানী কার্যবিধির XLI আদেশের ২২ নম্বর বিধির উপ-নিয়মে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, যদিও মূল আবেদনটি প্রত্যাহার করা হয় বা ডিফল্টের জন্য খারিজ করা হয়, তবুও আদালত যেমন উপযুক্ত মনে করে অন্যান্য পক্ষকে এই ধরনের নোটিশের পরে পাল্টা- আপত্তি শুনানি করা হবে এবং নির্ধারণ করা হবে। অতএব, আমরা বিবেচনা করে দেখি যে, বীমা সংস্থার আবেদনটি ডিফল্ট হিসাবে খারিজ হয়ে গেলেও এবং বীমা সংস্থাটি জমা দিয়েছিল যে তারা আপিলটি পুনরুজ্জীবিত করতে আগ্রহী নয়, তবুও উচ্চ আদালতকে যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং আইন অনুসারে এখানে আপিলকারীদের পাল্টা- আপত্তির সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২৮. ফলস্বরূপ, আপিল অনুমোদিত হয়। ২১.১.২০১৬ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং আদেশে বলা হয়েছে যে বর্তমান আপিলকারীদের ক্রস-অবজ এক্সটেনশন রক্ষণযোগ্য ছিল না ১s বাতিল এবং বাতিল করা হয়েছে। বিষয়টি হল

**ঊর্মিলা দেভি ও অন্যরা বনাম ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড. এবং অন্য ৫১৩**

বর্তমান আপিলকারীদের দ্বারা দায়ের করা পাল্টা- আপত্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উচ্চ আদালতে তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে ফেরত পাঠানো হয়েছে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

দিব্যা পান্ডে *আপিল অনুমোদিত।*


## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Arka Sadhu**